যুগান্তর

10 FEB 2008

# দ্বিতীয় বর্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
# আবার ভর্তিযুদ্ধ

● মোঃ সাইফুল ইসলাম

প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা-ময়নামতি-লালমাই বিহার এলাকায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কুমিল্লাবাসীর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। ২০০৬-০৭ সেশনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়। ২০০৭-০৮ সেশনের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ইতিমধ্যে প্রথম বর্ষের প্রথম পর্বের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে নতুন সেশনে শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার তারিখ।

**২০০৭-০৮ সেশনের ভর্তি পরীক্ষার সূচি :** কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৭-০৮ সেশনের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ ও ডিগ্রি শাখা, কুমিল্লা সরকারি কলেজ শাখা, কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ শাখায় অনুষ্ঠিত হবে। School of Science, School of Arts-Humanities and Social Science ও School of Business Stadies অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা এবং Combined School অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা একই দিন বেলা ২.৩০ থেকে ৩.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, এবার প্রতিটি আসনের বিপরীতে ৪০ জন পরীক্ষার্থী প্রতিযোগিতা করবে।

**ভর্তি পরীক্ষা ও ফলাফল পদ্ধতি :** ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে হবে। ১০০টি প্রশ্নের বিপরীতে সময় ১ ঘণ্টা। ভুল উত্তরের জন্য কোন নম্বর কাটা হয় না। এসএসসি ও এইচএসসি (৪র্থ বিষয় বাদে) জিপিএকে যথা শতকরা ২০ ভাগ এবং শতকরা ৩০ ভাগ ও ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে শতকরা ৫০ ভাগ আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়ে ১০০ নম্বরের মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে। ফলাফল জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

**ইতিহাস :** কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। কুমিল্লায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় হোক— ষাটের দশক থেকে কুমিল্লাবাসী দাবি ও আন্দোলন করে আসছিল। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। পরে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের PCTটি ২০০৪ সালের নভেম্বরে 'একনেক' সভায় অনুমোদিত হয় এবং সরকারের একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে স্থান পায়। অবশেষে অষ্টম জাতীয় সংসদের ২০তম অধিবেশনে 'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫' শীর্ষক বিলটি পাস হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচিত হয়। সে বছরই ২০০৭-০৮ সেশনের মাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদযাত্রা শুরু হয়।

**অবস্থান :** কুমিল্লা শহরের ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে ময়নামতি বৌদ্ধ বিহারের সামান্য দক্ষিণে সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর ইউনিয়নের সালমানপুর নামক স্থানে এটি অবস্থিত। ঢাকা টু চট্টগ্রাম মহাসড়কের বেলতলী নামক স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক রয়েছে।

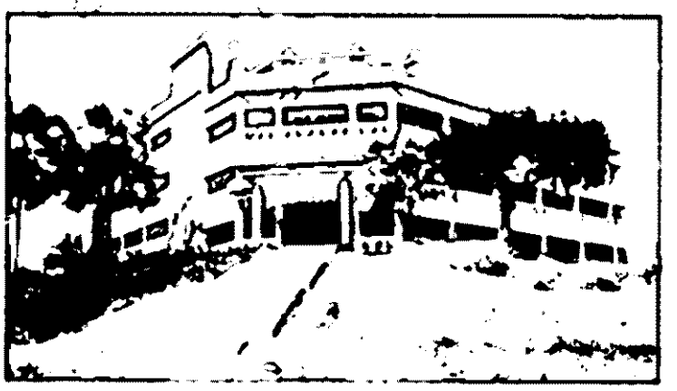

**আয়তন :** ১০০ একর পাহাড় ও চেপা শ্রেণীর উঁচু নিচু এলাকা নিয়ে এটি বিস্তৃত। লাল গেরুয়া মাটি আর লালমাই পাহাড়ের মনোরম সৌন্দর্য ক্যাম্পাসকে করেছে শান্ত নির্জন। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা ও ভবন ক্যাম্পাসে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।

**বৈশিষ্ট্য :** কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ধূমপানমুক্ত। এখানে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ। ভর্তির সময় লিখিতভাবে অঙ্গীকার করা হয়। প্রশাসন দলীয় ও রাজনীতিমুক্ত। এখানে নেই কোলাহল। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আন্তরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধুত্বের মতো। মেয়েদের প্রতি রয়েছে বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসহ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা।

**প্রশাসন ও শিক্ষক নিয়োগ :** বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে প্রশাসনে দক্ষ জনবল এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কুমিল্লার কৃতী সন্তান প্রফেসর ড. গোলাম মাওলা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এক ঝাঁক তরুণ, উদ্যমী, উচ্চ শিক্ষিত, মেধাবি অধ্যাপক, ডিন, প্রক্টরের অক্লান্ত সেবায় এই বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীদের আগ্রহে পরিণত হয়েছে।

**অনুষদ ও বিভাগ :** এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৪টি অনুষদে ৭টি বিষয় চালু রয়েছে। অনুষদভিত্তিক বিষয়গুলো হল— School of Science : গণিত, School of Arts - Humanities and Social Science : অর্থনীতি, লোক প্রশাসন, ইংরেজি বিভাগ, School of Business Stadies : হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং Combined School। উপরোক্ত ৭টি বিষয়ে সব শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত। ভবিষ্যতে ১২টি বিষয় চালু করার সম্ভাবনা রয়েছে।

**ছাত্রছাত্রী :** চলমান ২০০৬-০৭ আসনে ৩০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ২০০৭-০৮ সেশনেও ৩০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ভবিষ্যতে ১২টি বিষয়ে ৬০০ শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে। প্রতি বিষয়ে আসন সংখ্যা ৫০ জন।

**ভবন ও আবাসন :** একটি বিশাল চারতলা প্রশাসনিক ভবন ও দুটি তিনতলা একাডেমিক ভবনে পাঠদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ক্যাম্পাসের দক্ষিণ প্রান্তে একটি ডরমিটরি এবং একটি মহিলা হল নির্মাণের কাজ দ্রুত চলছে। ক্রমান্বয়ে ছাত্র হল ও আবাসিক সুযোগ সুবিধা এবং উন্নতর শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করা হবে। পরিবহন সার্ভিস, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, নতুন আরও একাডেমিক ভবনসহ উন্নতমানের মিলনায়তন নির্মাণ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ প্রকল্পে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও নেতৃত্বে এবং সংশ্লিষ্ট সব মহলের সহযোগিতায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণে এগিয়ে যাবে। খুলে যাবে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। দেশের সীর্ঘ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র।